যুগান্তর

তারিখ 19 FEB 2013
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৫

শিক্ষা প্রতিষ্ঠান খোলা ছিল : ক্লাস পরীক্ষা সবই হয়েছে

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার

শাহবাগের প্রজন্ম চত্বর থেকে তরুণ প্রজন্মের আহ্বানে জামায়াতের ডাকা হরতাল প্রত্যাখ্যান করেছেন সারাদেশের সব বয়সের শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা। সোমবারের হরতাল প্রত্যাখ্যান করে ক্লাস নিয়েছেন স্কুল-কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা। রাজধানীর বিভিন্ন স্কুল-কলেজে গিয়ে ক্লাস হওয়ার চিত্র দেখা গেছে। সেখানে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতিও ছিল উল্লেখযোগ্য সংখ্যক। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতেও কিছু কিছু বিভাগের ক্লাস হয়েছে। তবে পূর্বনির্ধারিত সব কয়টি বিভাগেই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। তবে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসগুলোতে অন্যান্য দিনের চেয়ে শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল কম।

হরতালের মধ্যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা রাখার ডাকে পুরোপুরি সাড়া মেলেনি। এ চিত্র অবশ্য সারাদেশের নয়, রাজধানীসহ বড় বড় শহরগুলোর। এর বাইরে দেশের অন্যত্র অবশ্য শিক্ষা কার্যক্রম অনেকটা স্বাভাবিক ছিল।

শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদও এ কথা অনেকটা স্বীকার করেছেন। তিনি জানান, ঢাকা শহরের ২৪টি এবং ঢাকার বাইরের ৫০টি স্কুলে খোঁজ নেয়া হয়। মনিপুর একটিসহ রাজধানীর দুটি স্কুলের নাম উল্লেখ করে তিনি বলেন, এসব স্কুলে ক্লাস কার্যক্রম হয়েছে। সর্বোচ্চ ৮০ ভাগ পর্যন্ত শিক্ষার্থী উপস্থিতির খবর তারা পেয়েছেন। তবে এর বাইরে কোথাও এর কম থাকার কোথাও কেবল শিক্ষকরা গিয়েছেন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। একেবারে হরতালে যেমন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ থাকে, তেমনটি ছিল না। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খোলা ছিল। কোথাও শিক্ষার্থীরা না যেতে না পারলেও শিক্ষকরা স্কুলে গিয়েছেন। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ ছিল না।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় : জামায়াতের ডাকা হরতালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কোন প্রভাব পড়েনি। হরতালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস অনুষ্ঠিত হয়েছে। এছাড়াও পূর্বনির্ধারিত পরীক্ষাগুলো নির্ধারিত সময়ে কলা ভবন ও কার্জন হলের পরীক্ষা কক্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছে। এসব পরীক্ষায় উপস্থিতি ছিল শতভাগ। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সাধারণ শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি ছিল একেবারেই কম। অন্যদিকে হরতালের কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ডিপো থেকে কোন বাসই শিক্ষার্থীদের আনতে ছেড়ে যায়নি। এদিকে হরতালের সমর্থনে বিশ্ববিদ্যালয় ও আশপাশের এলাকায় হরতাল সমর্থকদের কোন ধরনের উপস্থিতি চোখে পড়েনি। তবে হরতালবিরোধী ছাত্র সংগঠনের নেতাকর্মীরা ছিল তৎপর। ইতিপূর্বে ডাকা হরতালের দিনগুলোতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় কিছুটা প্রভাব লক্ষ্য করা গেলেও সোমবারের হরতালে তেমন কোন প্রভাবই পড়েনি। সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে ক্লাস নেয়ার বিষয়টি জানা গেছে। এরমধ্যে শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটে সকাল ৮টায় একটি ক্লাস নেন ওই ইনস্টিটিউটের প্রভাষক মাহবুবুর রহমান (লিটু)। তিনি ক্লাস শেষে এই প্রতিবেদককে জানান, হরতালের মধ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লাস না হওয়ার একটা সংস্কৃতি শুরু হয়েছে। এটা মোটেই কাম্য নয়। তিনি বলেন, সকাল ৮টায় তিনি একটি ক্লাস নিয়েছেন। যাতে শতকরা ৬০ ভাগ শিক্ষার্থী উপস্থিত ছিল।